বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
৫ম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪০৭

পশু সম্পদ, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও গৃহীত সরকারী পদক্ষেপঃ একটি পর্যালোচনা

খন্দকার আব্দুল মোত্তালেব*

ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে অবদানের দিক থেকে কৃষি খাত একক ভাবে সবচেয়ে বড়খাত। ১৯৯৬-৯৭ সালে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপিতে) কৃষিখাতের অবদান ছিল ৩২.৪ ভাগ।[১] কৃষিখাত শুধু খাদ্যের যোগানই দেয় তাই নয়, বরং জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত এই দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এক হিসেবে বলা হয় দেশের মোট কর্ম সংস্থানের ৬৩ ভাগই সৃষ্টি কৃষিখাত হতে।[২] ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশের মোট রপ্তানীতে একক ভাবে কৃষিখাত প্রাথমিক পণ্যের অবদান শতকরা ১২ ভাগ।[৩] এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষ করে পাট ও চামড়া রপ্তানীতে কৃষিখাতের অবদান উল্লেখযোগ্য যা মোট রপ্তানীর ১২ ভাগ।[৪] সুতরাং গুরুত্বের দিক দিয়ে নীটওয়্যার ও তৈরী পোশাকের পরই রপ্তানীতে কৃষির অবদান সর্বাধিক। খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র দূরীকরণ ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করছে। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের অর্থনীতির সবচে বড় এই খাতটি কয়েকটি উপ-খাতের সমন্বয়ে গঠিত। কৃষির এই উপ-খাতগুলি হলোঃ

১। শস্য উপ-খাত;
২। মৎস্য উপ-খাত;
৩। পশুপালন উপ-খাত; এবং
৪। বনজ সম্পদ উপ-খাত।

কৃষি সম্পদের সার্বিক অবদান এই উল্লেখিত উপ-খাত গুলির যোগফল মাত্র। এই উপ-খাতগুলোর মধ্যে, সর্বাধিক অবদান শস্য খাতের। ১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক) সালে সামগ্রিক দেশজ উৎপাদনে এই খাতের অবদান ধরা হয় ২২.৯ ভাগ অন্যদিকে অন্যান্য উপ-খাত যেমন, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ এবং বনজ সম্পদের অবদান ধরা

---

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

১। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৮ (ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রনালয়, ১৯৯৮) পৃঃ ১৩

২। বাংলাদেশ সরকার, বিবিএস লেবার ফোর্স সার্ভে ১৯৯৬, বাংলাদেশ *অর্থনৈতিক সমীক্ষা* পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৫

৩। পূর্বোক্ত

৪। পূর্বোক্ত

হয় যথাক্রমে ২.৩ ভাগ, ৩.২ ভাগ এবং ৩.৩ ভাগের মত।[৫] অর্থাৎ একমাত্র শস্য উপ-খাত ছাড়া সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক খাত কৃষির অন্যান্য উপ-খাতগুলির অবদান যৎসামান্যই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কৃষি খাত একক বৃহত্তম খাত হলেও এর অন্যান্য উপ-খাত গুলোর অবদান খুব সামান্যই। নিম্নের সারনী-১ এর মাধ্যমে দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাত এবং এর উপ-খাতসহ অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাত সমূহের অবদান দেখানো হয়েছে।

সারণী - ১

দেশজ উৎপাদনে খাতওয়ারী অবদান (%) (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)

খাম সমূহ	১৯৯৭-৯৮ সাময়িক
ক) শস্য	২২.৯
খ) বনজ সম্পদ	২.৩
গ) পশু সম্পদ	৩.২
ঘ) মৎস্য সম্পদ	৩.৩
১. কৃষি (ক+খ+গ+ঘ)	৩১.৭
২. পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	১২.৩
৩. বাণিজ্যিক সেবা	১০.২
৪. শিল্প	১১.৩
৫. পেশা ও বিবিধ সেবা	১২
৬. অন্যান্য	২২.৫
মোট	**১০০.০০**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ১৯৯৭-৯৮ সালের হিসাব সাময়িক

সারনী - ১ হতে এটা সুস্পষ্ট যে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির সার্বিক অবদান সর্বাধিক হলেও শুধুমাত্র শস্য উপ-খাত ছাড়া অন্যান্য উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ খাতের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও পশু সম্পদ উপ-খাতের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান আশানুরুপ নয়। নিম্নে এই উপখাতের গুরুত্ব তুলে ধরা হলোঃ

- ❒ দেশের অর্থনীতিতে পশু সম্পদের গুরুত্ব আলোচনা করতে গেলে প্রথমে আসে দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে পশু সম্পদ উপ-খাতের

৫। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩

অবদান কতটুকু। শুরুতেই বলা হয়েছে যে, দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে পশুসম্পদ উপ-খাতের অবদান খুব বেশী নয়।

নিচের সারণী-২এ কৃষিতে কৃষি উপ-খাত সমূহের অংশ দেখানো হয়েছে।

সারণী - ২

কৃষিতে কৃষি উপ-খাত সমূহের অংশ (%) (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাগুলো প্রকৃত আর্থিক অবদান বুঝাচ্ছে, কোটি টাকা)

উপ-খাত	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক)
শষ্য	৭৮.৮৮	৭৮.৪৬	৭৭.৭২	৭৬.২০	৭৪.১০	৭৩.৪৭	৭৩.২৯	৭২.২৩
	(১৫২৫৭)	(১৫৫১০)	(১৫৬৩৯)	(১৫৩৮৫)	(১৪৮০৭)	(১৫২১৭)	(১৬১৫৭)	(১৬৪১৯)
মৎস্য সম্পদ	৭.১৯	৭.৪৯	৭.৮৪	৮.৪৯	৯.৪১	৯.৬১	৯.৮১	১০.৩৩
	(১৩৯০)	(১৪৮০)	(১৫৭৮)	(১৭১৫)	(১৮৮০)	(১৯৯১)	(২১৬৩)	(২৩৪৯)
পশু সম্পদ	৭.২৯	৭.৪০	৭.৭১	৮.৩৪	৯.১৩	৯.৫১	৯.৬৫	১০.১১
	(১৪১০)	(১৪৬১)	(১৫৫২)	(১৬৮৪)	(১৮২৪)	(১৯৭১)	(২১২৮)	(২২.৯৮)
বনজ সম্পদ	৬.৬৪	৬.৬৫	৬.৭৩	৬.৯৭	৭.৩৬	৭.৪১	৭.২৫	৭.৩৩
	(১২.৮৫)	(১৩১৫)	(১৩৫৪)	(১৪০৮)	(১৪৭১)	(১৫.৩৪)	(১৫৯৮)	(১৬৬৭)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উল্লেখিত *বাংলাদেশ ইকোনোমিক সার্ভে* ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫ ও ৯৭

সারণী-১ এ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশের কৃষি উৎপাদনে পশু সম্পদ উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে কৃষিতে পশু সম্পদ উপ-খাতের অবদান ছিল ৭.২৯ ভাগ যা ১৯৯৭-৯৮ (সাময়িক) অর্থ বছরে বেড়ে দাড়ায় ১০.১১।

- সাম্প্রতিক কালে পশুসম্পদ দেশের সমষ্টিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হলেও অতীতে এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে এই সাব-সেক্টরের অবদান ছিল সমগ্র দেশজ উৎপাদনের ৫ থেকে ৬ ভাগের মত।[৬] দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৭৮-৮০) জিডিপিতে এই খাতের সরাসরি অবদান ছিল ৫%।[৭] অবশ্য কালক্রমে পশু সম্পদ উপখাতের অবদান যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

সারণী-১ হতে লক্ষ্যনীয় ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কৃষিখাত একক বৃহত্তম খাত হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর অন্যান্য উপ-খাত বিশেষ করে পশুসম্পদ উপ-খাতের অবদান যৎসামান্যই। ১৯৯০-৯১ সালে কৃষিতে পশু সম্পদ খাতের অবদান ছিল ৭.২৯ ভাগ কিন্তু সমগ্র দেশজ উৎপাদনে আলোচ্য উপ-খাতটির অবদান ছিল ২.৭ ভাগ মাত্র। একইভাবে ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে এই উপ-খাতটির অবদান কৃষিতে ১০.১১ ভাগ ধরা হলেও সমগ্র দেশজ উৎপাদনে এই উপ-খাতের অবদান ধরা হয়েছে

৬। বাংলাদেশ সরকার, *১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৭২) পৃঃ ১২*
৭। বাংলাদেশ সরকার দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮- ৮০ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৮)পৃঃ ১০৪

৩.২ ভাগ মাত্র। সারণী-২ এ এটা লক্ষ্যনীয় যে, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছর থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর পর্যন্ত এই উপ-খাতটির অবদান ৩.১% এ স্থির হয়েছিল। সুতরাং এখান থেকে বলা যায়, সরকার কর্তৃক নানা রকম উন্নয়নমুলক পদক্ষেপ নেবার পরও এই গুরুত্বপূর্ন উপ-খাতটির প্রায় কোন উন্নয়নই হয়নি। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কৃষি ও কৃষি উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির দিক দিয়ে পশু সম্পদ উপ-খাত দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবৃদ্ধিশীল উপ-খাত।

- ❑ পশু সম্পদ উপ-খাত সমষ্টিক অর্থনীতিতে আর্থিক অবদান কম রাখলেও পশু সম্পদ ছাড়া দেশীয় কৃষি ব্যবস্থা অচল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কারণ দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনও প্রাচীন বিধায় হাল চাষ ও গাড়ী টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে গরু - মহিষ। তাছাড়া পশু সম্পদের বিভিন্ন উপজাত যেমন গোবর ইত্যাদি শস্য অধিকতর ফলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- ❑ পশু সম্পদ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের প্রচলিত রপ্তানী পণ্যের মধ্যে কৃষি ও কৃষি উপজাত পণ্যের সংখ্যাই বেশী। ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে প্রক্রিয়াজাত চামড়া এবং কাঁচা চামড়া রপ্তানী থেকে আয় হয় ১ মিলিয়ন টাকা। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে এই রপ্তানী আয় বেড়ে দাঁড়ায় ৪ মিলিয়ন টাকা।[৮] ১৯৯৬-৯৭ সালে পাট ও চামড়া রপ্তানী আয় ছিল মোট রপ্তানী আয়ের ১২ ভাগের মত।[৯] আমিষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলো হচ্ছে দুধ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

  যদিও পশু সম্পদ খাতের উন্নয়ন ধীরগতিতে হবার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় দুধ - মাংসের উৎপাদন খুব বেশী বাড়েনি। ১৯৯০-৯১ অর্থ বছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৪.৪৭ লক্ষ মেট্রিন টন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে দুধ ও মাংসের উৎপাদন দাড়ায় যথাক্রমে ১৬.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৫.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন।[১০] বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে পশু সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে গুড়ো দুধের মোট চাহিদার ৬০% যোগান দেয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ There has been a 60 percent fall in the import of milk powder[১১] যার অর্থ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়।

৮। বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেটবুক, বাংলাদেশ-৯৭ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস মিনিস্ট্রি অব প্ল্যানিং) পৃঃ ২৬২

৯। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ১৯৯৮ (ঢাকাঃ অর্থ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮) পৃ-৩৫

১০। বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০

১১। বাংলাদেশ সরকার, *ফিফ্‌থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান* - ১৯৯৭-২০০২ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) পৃঃ ২৫৩

- পশু সম্পদ কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এক হিসাবে বলা হয়, সারাদেশে ব্যক্তিগতখাতে ৫০,০০০টি মুরগীর খামার, ২৬,০০০টি হাঁসের খামার এবং ২৬,০০০টি দুগ্ধ খামার আছে।[১২] এই খামারগুলিতে যে কর্ম সংস্থান সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের মোট শ্রম শক্তির ৬৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। পশুপালন উপ-খাত কৃষি খাতের একটি অন্যতম উপ-খাত হওয়ায় নিঃসন্দেহে পশু সম্পদ কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পশু সম্পদ উপ-খাত

পশু সম্পদ উপ-খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৮০-৮৫) অনেক গুলো নীতি ও কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছিল। গৃহীত প্রধান প্রধান নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পশু ও হাঁস-মুরগীর মৃত্যুহার কমানো, প্রজনন ও জৈবিক উৎপাদনের মান উন্নত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।[১৩] কিন্তু খাতওয়ারী কর্মসূচী গুলো প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার অভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে বরাদ্দকৃত সম্পদ পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ করা হয় ১০৭.৩ কোটি টাকা। কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র ৫৭.৯৭ কোটি টাকা[১৪] এইজন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে গবাদি পশুর মৃত্যুহার কমানোও সম্ভব হয়নি। জৈবিক উৎপাদন ক্ষমতা, পর্যাপ্ত গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব এর মূল কারণ। এসব কারণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে খুবই ধীর গতিতে। নিম্নের সারণী-৩ এ ১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশু খামারজাত পণ্যের উৎপাদন এবং গড় প্রবৃদ্ধির হার দেখানো হলঃ

সারণী - ৩

১ম ও ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশু খামারজাত পণ্যের উৎপাদন এবং গড় প্রবৃদ্ধির হার

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭২-১৯৭৮)				দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫)		
পণ্য	১৯৭২-৭৩	১৯৭৭-৭৮	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)	১৯৭৯-৮০	১৯৮৪-৮৫	গড় প্রবৃদ্ধির হার (%)
১। দুধ (০০০) টন	৭০৩.৬৫	৭৫২.৮৭	১.৪০	৭৭১.৯০	৮২৫.০০	১.৩৮
২। মাংস (০০০) টন	১৫৯.০০	১২৯.৬০	২.৫	১৮৮.৬২	২১৫.০০	২.৬৯
৩। ডিম (কাটি সংখ্যায়) (০০০) টন	৬৬.০০ ২৬.৪৯	৮৯.৬০ ৩৫.৯৬	৬.৩০ ৬.৩০	১০০.৭০ ৪০.৪৩	১৩৫.০০ ৫৪.১৯	৬.০৪ ৬.০৪
মোট (০০০) টনঃ	৮৮৯.১৪	৯৬৮.৪৩	১.৭৮	১,০০০.৯৫	১,০৯০৪.১৯	১.৮০

উৎসঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) পৃঃ ২০৩।

১২। পূর্বোক্ত

১৩। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ সরকার, *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫* (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

১৪। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০(ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)পৃঃ ২০৩

সারণী-৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ১.৭৮ ভাগ। এই প্রবৃদ্ধির হার ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১.৮০ ভাগে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে সারাদেশে দুধের উৎপাদন দাড়ায় ৮২৫ টন যা মাথাপিছু প্রায় ০.০২ কিলোগ্রাম বা দৈনিক গাভীপিছু ০.৬৫ কিলোগ্রাম।[১৫] দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার কারণ হিসাবে বলা হয়, দেশী জাতের গরুর দৈহিক গড়ন তুলনামূলকভাবে নিকৃষ্ট, পর্যাপ্ত খাদ্য ও সবুজ লতাপাতা জাতীয় পশু খাদ্যের অভাব এবং শুকনো পশুখাদ্যের উচ্চ মূল্য ইত্যাদি। এছাঁড়া গাভী দিয়ে হালচাষ করানোও দেশে দুধের কম উৎপাদনের কারণ হিসাবে বলা হয়। পশুসম্পদ খাতের বিরাজমান স্থবিরতা দুর করে জাতীয় অর্থনীতিতে এই উপ-খাতের অবদান বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ যাতে তৈরী হয় সে জন্য তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে (১৯৮৫-৯০) বেশ কিছু কৌশলাদি ও পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কৌশলাদির মধ্যে ছিল পশু শক্তির উন্নয়ন দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি।[১৬] কর্মসূচীর মধ্যে ছিল পশু খাদ্য ও জাবের গুনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন আনয়ন, রোগনিয়ন্ত্রন, কৃত্রিম প্রজননের প্রসার ঘটিয়ে বংশগত উন্নয়ন, জনশক্তি ও গবেষণা এবং লোন সুবিধা ইত্যাদি। এ সময় আনুমানিক হিসেবে দেশে গরু ও মহিষের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার, ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা ছিল ১ কোটি । ৭ লাখ ২০ হাজার এবং হাঁস-মুরগীর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার। এ সময় ১.২০ কোটি বা ততোধিক গো-মহিষ চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল।[১৭]

এই পরিকল্পনায় ৫০% পশুকে রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনার কথা বলা হয়। এজন্য ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩০ কোটি ডোজ। এই পরিকল্পনা আমলে জনশক্তি উন্নয়নের জন্য ৪৪০ জন অফিসার এবং ১০০০ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীকে যথাক্রমে চাকুরীকালীন এবং চাকুরীপূর্ব প্রশিক্ষণ দেবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এইভাবে ১৮,০০০ কৃষককে উন্নত পশুপালন পদ্ধতি অনুশীলন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য এবং পরিকল্পনা আমলে পশুখাদ্য সরবরাহ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহপালিত পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য ২৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

১৫। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকল্পনা পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২
১৬। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পূর্বোক্ত
১৭। বাংলাদেশ সরকার, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০২

সারণী - ৪

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

পণ্য	একক	১৯৮৯ - ৯০		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার%
দুধ	০০০ মিলিয়ন টন	১৩৯৯০.০	১৩২৬.০	৯৫.৩৯
মাংস	০০০ মিলিয়ন টন	৪৮০.০	৪৩৫.০	৯০.৬৩
ডিম	কোটি সংখ্যা	২২০.০	১৯১.০	৮৬.৮২
ভ্যাকসিন	কোটি মাত্রা	৩০.০	২২.০	৭৩.৩৩
কৃত্রিম প্রজনন	লাখ সংখ্যা	৯.০	৮.০	৮৮.৮৯
উন্নত মুরগীর বাচ্চা বিতরণ	লাখ সংখ্যা	১১.০	৩০.০	২৭২.৭২

উৎসঃ ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পৃঃ ভিডিঃ১

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে দুধ, মাংস ও ডিমের বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১.৭৭%, ২.৩৮ ও ৬.৩৪ শতাংশ হারে।[১৮] (সারণী - ৪) এই পরিকল্পনা শেষে মাংস উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনা আমলের চেয়ে হ্রাস পায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে মাংস উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি দাড়িয়েছিল ২.৬৯ শতাংশে। যা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে গিয়ে দাড়ায় ২.৩৮ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে বলা হয় পশু মৃত্যুহার লক্ষমাত্রা অনুযায়ী হ্রাস না পাওয়া। সারণী-৪ এ দেখানো হয়েছে যে, পরিকল্পনা আমলে ৫০ ভাগ পশুকে রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনার কথা বলা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভ্যাকসিন উৎপাদিত না হওয়ার কারণে তা সম্ভব হয়নি। সারণী-৪ এ দেখানো হয়েছে যে, ভ্যাকসিন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৩০ কোটি ডোজ কিন্তু উৎপাদিত হয়েছে মাত্র ২২ কোটি ডোজ যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৩. ৩৩ ভাগ মাত্র। এ ছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশু সম্পদ উপ-খাতে বিনিয়োগ ২৪৫ কোটি ধরা হলেও প্রকৃত বিনিয়োগ ছিল মাত্র ২০৫.৭৯ কোটি টাকা যার মধ্যে আবার পূনর্বিবেচিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ছিল ১২৬.৭৫ কোটি টাকা।[১৯]

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) আমলে পশু সম্পদ উপ-খাতের ধীর উন্নয়নের জন্য পশুচারণ ভূমি শস্য উৎপাদনে ব্যবহারকরণ, উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের জন্য ছোট কান্ড বিশিষ্ট ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে পশু খাদ্যের ঘাটতি এবং জ্বালানী ও গৃহ নির্মান কাজে খড়ের ব্যবহার ইত্যাদিকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে পশুরোগকে অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে বলা হয় বিভিন্ন রোগে বার্ষিক ১৫% পশু ও হাঁস-মুরগী মারা যায়।[২০]

১৮। বাংলাদেশ সরকার, *ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯০-৯৫ (ঢাকাঃপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)পৃঃ ভিডিঃ১*
১৯। পূর্বোক্ত, V.D-2
২০। পূর্বোক্ত, P.V.D-3

এই পরিকল্পনা আমলে গৃহপালিত পশুর মধ্যে ০.৫৭ মিলিয়ন ছিল মহিষ, ১৩.৫৬ মিলিয়ন ছিল ছাগল, ০.৬৭ মিলিয়ন ছিল ভেড়া, ৬১.০৯ মিলিয়ন ছিল মুরগী এবং ১২.৬২ মিলিয়ন ছিল হাঁস। এ সময় ০.৫% হারে গৃহপালিত পশু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[21]

এই পরিকল্পনায় পশু সম্পদ উপ-খাতকে গতিশীল করার জন্য যে সব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে পশুর মানগত উন্নয়ন সাধন, পশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি হতে মুক্ত রাখা, প্রান্তিক চাষীস্তর পর্যন্ত পশুপালন উন্নতকরণের মাধ্যমে দুধ এবং দুগ্ধজাত উৎপাদন বাড়ানো, গ্রামীন দরিদ্র কৃষক, নিঃস্ব মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য এই পরিকল্পনা আমলে (১৯৮৯-৯০ সালের মূল্য সূচক হিসেবে) ৫৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।[22]

সারণী - ৫

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলের লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য	ইউনিট	বর্তমান (১৯৮৯-৯০)	লক্ষ্যমাত্রা (১৯৯৪-৯৫)
দুধ	০০০ টন	১,৩২৬	১,৪৮০
মাংস	০০০ টন	৪৩৫	৫১০
ডিম	কোটি সংখ্যা	১৯১	২৬০
ভ্যাকসিন (উৎপাদন)	মিলিয়ন ডোজ	২২২	৩০০
কৃত্রিম প্রজনন (গরু-মহিষ)	মিলিয়ন সংখ্যা	০.৮০	১.৫০
প্রশিক্ষণ (কৃষক, বেকার যুবক)	হাজার জন	১৩০	১৩০

উৎসঃ ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯০-৯৫

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলের গৃহীত পদক্ষেপ সমুহের ফলে আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়। এছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেবা বিতরণ এবং উপকরণ উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। এখানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে পশুজাত দ্রব্যসমূহের উৎপাদন এবং একই সঙ্গে চাহিদা দেখানো হল।

২১। পূর্বোক্ত, চ.ঠ.উ-২

২২। পূর্বোক্ত, চ.ঠ.উ-১৪

সারণী - ৬

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশুজাত দ্রব্যসমূহের চাহিদা এবং উৎপাদন

	জনসংখ্যা (মিলিয়ন সংখ্যা)	দুধ (মিলিয়ন টন)		মাংস (মিলিয়ন টন)		ডিম (মিলিয়ন সংখ্যা)	
		চাহিদা	উৎপাদন	চাহিদা	উৎপাদন	চাহিদা	উৎপাদন
১৯৯১	১০৮	৯.৮৬	১.৩৪ (১৩.৫৯%)	৪.২৬	০.৪৫ (১০.৫৬%)	৮৯৮৫.৬০	২০৪৬.৬০ (২২.৭৮%)
১৯৯৫	১২১	১১.০৪	১.৪১ (১২.৭৭%)	৪.৭৭	০.৫১ (১০.৬৯)	১০,০৬৭.২০	২৫৩৯.০ (২৫.২২%)

উৎসঃ ফিফ্‌থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৭-২০০২, পৃঃ ২৫৩

সারণী-৬ এ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে পশুজাত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা এবং সঙ্গে সঙ্গে এগুলির উৎপাদন দেখানো হয়েছে। সারণী-৬ এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ সালে দেশে জনসংখ্যা ছিল ১০৮ মিলিয়ন সে সময় দুধের চাহিদা ছিল ৯.৮৬ মিলিয়ন টন কিন্তু উৎপাদন হয়েছিল এ সময় মাত্র ১.৩৪ মিলিয়ন টন যা ছিল মোট চাহিদার ১৩.৫৯%। ১৯৯৫ সালে এই পরিকল্পনা শেষে জনসংখ্যা দাড়ায় ১২১ মিলিয়ন যখন দুধের চাহিদা ছিল ১১.০৪ মিলিয়ন টন কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১.৪১ মিলিয়ন টন যা ছিল সমগ্র চাহিদার মাত্র ১২.৭৭%। অর্থাৎ এ সময় বার্ষিক দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩ ভাগ। একইভাবে মাংসের উৎপাদনও বেড়েছে তবে খুব সামান্য হারে মাত্র ৩.২ হারে। তবে ডিম উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার মোটামুটি সন্তোষজনক। এটা ছিল ৬.৫ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পরিকল্পনা আমলে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাতটির খুব সামান্যই উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। অথচ কৃষি খাতের অন্যান্য যে কোন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির তুলনায় এই সেক্টরের প্রবৃদ্ধি দ্বিতীয় বৃহত্তম। নিচে Pie Chart-1 এর সাহায্যে ১৯৯৭-৯৮ সালের কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতের প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, পশু সম্পদ উপ-খাতের প্রবৃদ্ধির হার ৩৬ ভাগ। শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদ উপ-খাত এই খাতের চেয়ে বেশী যা সমগ্র কৃষির ৩৮ ভাগ মাত্র। এখান থেকে এটা অনুমান করতে অসুবিধা হয়না যে, এই খাতে প্রচুর অব্যবহারকৃত সম্পদ বর্তমান।

Pie Chart - 1

১৯৯৭-৯৮ সালের কৃষির বিভিন্ন উপ-খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি (১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যে)

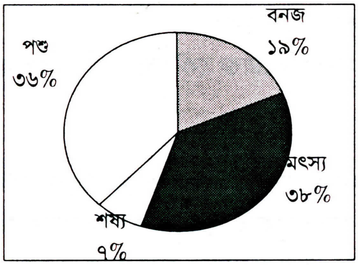

উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ১৯৯৮, পৃঃ ৩৫

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) এবং পশু সম্পদ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) পশু সম্পদ খাতকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই খাতের উন্নয়নের স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নিম্নে এই পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য সমূহ এবং উদ্দেশ্য সমূহ অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ বর্ণনা করা হলো।

উদ্দেশ্যাবলীঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশু সম্পদ খাতে গৃহীত প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপঃ

কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন

গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, ছাগল প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষক ও নিঃস্ব মহিলাদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। উদ্যোক্তা শ্রেনীর উন্নয়ন ঘটিয়ে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং টার্গেট গ্রপের উন্নয়ন সাধন। পশু সাধন উন্নয়নের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীন দারিদ্র দুরীকরণ।

মানব উন্নয়নের জন্য গবেষণা

বিএলআরআই (বাংলাদেশ লাইভ স্টক রিসার্চ ইন্সটিটিউট) এর মাধ্যমে গবাদি পশুর প্রজনন উন্নয়ন, খাদ্য ও ব্যাধি নিয়ন্ত্রনের জন্য যুগোপযোগী গবেষণা করা। জেনেটিক উন্নয়ন, যথাযথ পশু চিকিৎসা সুবিধা, পর্যাপ্ত সরবরাহ এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গৃহপালিত পশু এবং গরু-মহিষের উন্নয়ন ঘটানো।

পশুজাত খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি

পশু খাদ্য উৎপাদন, উন্নয়ন, পশুরোগের নিয়ন্ত্রন করে এবং উন্নত জাতের পশু পালনের মাধ্যমে দুধ, মাংস, হাঁস-মুরগী, ডিম, চামড়া ইত্যাদির সরবরাহ বৃদ্ধি করে দেশে পশুজাত খাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। মান সম্পন্ন পশু চামড়া রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিমান বৃদ্ধি করা এবং, গুঁড়ো দুধের আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। এছাড়াও টেকসই উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং এই খাতে যথাযথ গতিশীলতা আনয়নও এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। উপরোক্ত
উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলাদী নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

গবেষণা ও উন্নয়ন

বংশগত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পশুসম্পদে উন্নয়ন ঘটানো। প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংগঠনিক দিক দিয়ে বিএলআরআই কে শক্তিশালীকরণ যাতে অর্থনৈতিক চাহিদা অনুযায়ী পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা হবে।

প্রতিষেধক সরবরাহ

সংক্রামক ও জীবাণুঘটিত পশুরোগের চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধিকরণ এবং প্রতিষেধক টিকার উৎপাদন বাড়ানো। লাইভস্টক সার্ভিস বিভাগের মাধ্যমে ভেটেরিনারী প্রতিষেধক বানিজ্যিকীকরণ।

পশুখাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধি এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

প্রাপ্য ভূমির নিবিড় ব্যবহারের মাধ্যমে পশুখাদ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে জনশক্তির দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে পশুসম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটানো।

উপকরণ সরবরাহ এবং ব্যক্তি পর্যায়ে পশু প্রতিপালন সেবা সহায়তার মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে ছোট ছোট দুগ্ধ খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ভেড়া-ছাগল প্রভৃতি পশু পালনে উৎসাহ প্রদান, ডিম এবং মাংসের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগী পালনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, পশু খামার এবং হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে বেসরকারী খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, বাজার ব্যবস্থা উন্নতকরণ, যাতে উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন, গুঁড়ো দুধ এবং অন্যান্য পশুজাত দ্রব্যের আমদানী নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি কৌশলাদী গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) পশু সম্পদ উপ-খাত উন্নয়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহঃ

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশুসম্পদ, উপ-খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীগুলি হলোঃ

১। **খাদ্য ও জাবের উন্নয়নঃ** অপুষ্টি ও সহজে আক্রমনযোগ্য পশুরোগ পশুশক্তি হ্রাস এবং দুগ্ধখামারজাত পণ্যের নিম্ন উৎপাদনের প্রধান কারণ। পশুখাদ্য উন্নয়নের জন্য সরকার ঋণ ও প্রযুক্তি আকারে সহায়তামূলক সেবা প্রদান করবে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এবং ইপিল-ইপিল প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে জাব সরবরাহের উন্নয়ন সাধনের জন্য সরকার উৎসাহ যোগাবে।

২। **পশু স্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রনঃ** এই কর্মসূচীগুলির মধ্যে রয়েছে রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা, প্রতিষেধক এবং মেডিসিন উৎপাদন ও বিতরণ। পশুরোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য গুনগত ও পরিমানগত উভয় ধরনের উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৩। **পশু প্রজনন এবং প্রজনন বহুমুখীকরণঃ** কৃত্রিম প্রজনন এবং অন্যান্য স্বাভাবিক ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশীয় পশু প্রজাতির উন্নয়ন ঘটানো হবে।

৪। **প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাঃ** পশুসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি সারা দেশে প্রচলন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং সেবা ব্যপ্তিকরণের মাধ্যমে কৃষক, খামার-মালিক, এনজিও প্রভৃতি সংস্থা সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। ভেটেরিনারী কলেজ ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২ ও ৩ হতে যথাক্রমে ৬ ও ২১ এ উন্নীত করা হবে যে গুলি ৬টি বিভাগ এবং ২১টি পুরাতন জেলা সদরে স্থাপন করা হবে।

৫। **উপকরণ উৎপাদনঃ** এই পরিকল্পনায় আশা করা হয় যে, পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন উপকরণ যেমন ভ্যাকসিন উৎপাদন, সিমেন, মুরগীর বাচ্চা, হাঁসের বাচ্চা, ডিম ইত্যাদির উৎপাদন, উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পাবে। নিচের টেবিলে উপকরণ সমূহের ১৯৯৬-৯৭ সালের প্রকৃত উৎপাদনের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হলোঃ

সারণী - ৭

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) গৃহীত
উপকরণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

উপকরণ	১৯৯৬-৯৭	২০০১-০২
ভ্যাকসিন (মিলিয়ন ডোজ)	৩৫০.০০	৪০০.০০
সিমেন ও উৎপাদন (মিলিয়ন সংখ্যা)	১.৮	৪.৫
মুরগীর বাচ্চা (মিলিয়ন সংখ্যা)	৪.০	৬.০
হাঁসের বাচ্চা (মিলিয়ন সংখ্যা)	০.৫	১.০
শ্রম দিবস (মিলিয়ন দিবস)	১২.৫০	১৬.০০
হাঁস-মুরগীর খামারে কর্মরত শ্রমিক (জন)	২২,৬০০.০০	৪৫,০০০.০০
ছোট মুরগীর লালন-পালনকারী (জন)	৮,০০০.০০	১২,০০০.০০
পশুখাদ্য বিক্রেতা (জন)	১,০০০.০০	৩,০০০.০০
ডিম সংগ্রহকারী (জন)	২,৬০০.০০	৬,৫০০.০০

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) থেকে সংগৃহীত

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রাণীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দুধ, ডিম এবং মাংসের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, দুধের উৎপাদন প্রায় দিগুন হবে বলে লক্ষ্যমাত্রায় ধরা হয়েছে। একই রকম ভাবে, ডিমের উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুন ধরা হয়। সারণী-৮ এ দেখা যায় যে, ১৯৯৬-৯৭ সালে দুধের বার্ষিক প্রকৃত উৎপাদন ছিল ১,৫১০ মিলিয়ন টন যা ২০০২ সালে এই পরিকল্পনা শেষে দাড়াবে বার্ষিক ২০৫৮ মিলিয়ন টন। একই ভাবে ডিমের উৎপাদন ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে ছিল ২৮১৫ মিলিয়ন তা এই পরিকল্পনা শেষে গিয়ে দাঁড়াবে ৪,৭৩০ মিলিয়নে। মাংসের উৎপাদন, যা ছিল

১৯৯৬-৯৭ সালে ৫৭৫ মিলিয়ন টন এই পরিকল্পনা শেষে মাংসের উৎপাদন দাড়াবে বার্ষিক ৭৮৮ মিলিয়ন টন।

সারণী-৮

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা

পণ্য	ইউনিট	১৯৯৬-৯৭ বেঞ্চমাক	১৯৯৭ - ২০০২ লক্ষ্যমাত্রা				
			১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২
দুধ	মিলিয়ন টন	১,৫১০	১,৬৮০	১,৭৬৪	১,৮৫০	১,৯৪২	২,০৫৮
মাংস	মিলিয়ন টন	৫৭৫	৬৩০	৬৬২	৭০২	৭৪৪	৭৮৮
ডিম	মিলিয়ন সংখ্যা	২,৮১৫	৩,২৬০	৩,৫৫০	৩,৮৯০	৪,২৮০	৪,৭৩০

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) পৃঃ ২৫৬

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৫,৪৩৫.৬০ মিলিয়ন টাকার সরকারী বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। এছাড়াও আশা করা হয়েছে বেসরকারীখাত থেকে এই খাতে আরও ২০,৬৪৬.৪০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ হবে বলে ধরা হয়েছে।[২৩] নিচের সারণী-৯ এ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আমলে বিভিন্ন আর্থিক বছরে কিভাবে সরকারী বিনিয়োগ বন্টন করা হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

সারণী - ৯

পশুসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আর্থিক বছরে সরকারী বিনিয়োগ (১৯৯৬-৯৭ এর মূল্য সূচক অনুযায়ী)

বছর	আর্থিক বিনিয়োগ চিত্র
১৯৯৬-৯৭	৬৯০.০০
১৯৯৭-৯৮	১,০০০.০০
১৯৯৮-৯৯	১,০০০.০০
১৯৯৯-২০০০	১,০১২.০০
২০০০-২০০১	১,১৬৪.০০
২০০১-২০০২	১,২৫৯.০০
মোট	**৫,৪৩৫.৬০**

উৎসঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) পৃঃ ২৫৭

২৩। বাংলাদেশ সরকার, *ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ১৯৯৭-২০০২ (ঢাকাঃ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭) পৃঃ ২৫৬*

উপসংহার

পশু সম্পদ উপ-খাতের সার্বিক চিত্র বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যদিও এই উপ-খাতটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে তারপরেও অতীতে এই উপকারী উপ-খাতকে উপেক্ষা করে অথবা অপর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে অথবা গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়িত না হবার ফলে এই যথেষ্ট প্রবৃদ্ধিময় উপ-খাতটি দেশের অর্থনীতিতে যথাযথ অবদান রাখতে পারছে না। আশা করা যায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হলে এই উপ-খাত গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে সার্বিক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Government of Bangladesh. *Bangladesh Econbomic Survey 1998-89.* Dhaka: Ministry of Finance /Division, 1989.

Government of Bangladesh. *Fifth Five Year Plan 1997-2002.* Dhaka: Ministry of Planning, Planning commissionk. 1998.

Goverment of Bangladesh. *Forth Five Year Plan 1990-1995.* Dhaka: Ministry of Planning, Planning Commission, 1990.

Government of Bangladesh. *Participatory Perspective Plan for Bangladesh 1995-2010* Dhaka: Ministry of Planning, Planning Commission, 1995.

Government of Bangladesh. *Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics Statistics Division, Ministry of Planning, 1998.

Government of Bangladesh. *Statistical Yearbook of Bangladesh.* Various Issues. Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics Statistics Division, Ministry of Planning.

Government of Bangladesh. *Study on Urban Poverty in Bangladesh. Final Report Vol. 1. Survey Results.* Dhaka: Ministry of Planning. Asian Development Bank, 1996.

Government of Bangladesh. *The Bangladesh Census of Agricultural and Livestock: 1983-84* Vol. 1, *Structure of Agricultural Holdings and Livestock Population.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1986.

Government of Bangladesh. *Rural Credit Survey in Bangladesh, 1987.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1989.

বাংলাদেশ সরকার। *দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার। *দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৮-৮০।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৮।

বাংলাদেশ সরকার। *তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার। *প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮।* ঢাকাঃ পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৩।

বাংলাদেশ সরকার।*বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৫-৮৬।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৫।

বাংলাদেশ সরকার।*বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৬-৮৭।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৮৬।

বাংলাদেশ সরকার। *বাৎসরিক বাজেট ১৯৮৬-৮৭।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৫।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ সরকার। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপ, বিভিন্ন সংখ্যা।* ঢাকাঃ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।